



373188 - জনকৈ ব্যক্তি ইসলামে প্রবশে করতে চান এবং নতুন জীবনের জন্য কিছু দকি নরিদশেনা চান

প্রশ্ন

আমি অমুসলমি। আমি সুন্দর ইসলামী সমাজে নতুন জীবন কাটাতো ইসলামে প্রবশে করতে চাই। আমি কি এমন কাউকে পাব যিনি আমাকে সহযোগিতা করবেন এবং দকি নরিদশেনা দবিনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ওহে আল্লাহ্ বান্দা! আমাদের জন্য কতই না আনন্দকর য়ে, যখন আপনি আমাদের ওয়েবসাইটে ইমইল করছেন তখন আপনার অন্তরে নূর উদ্ভাসতি হয়ে উঠছে, আপনার অন্তর খুলতে শুরু করেছে এবং নতুন নূরকে গ্রহণ করার জন্য প্রশস্ত হচ্ছে; য়ে নূরে নূরান্বতি হওয়াকে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য পছন্দ করেনে!!

সটেই হচ্ছে আপনার গোটো জীবনের পরণিতিনির্ধারক মূহূর্ত। কেবল ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়াবী জীবনের পরণিতিনিয়। বরং এই জীবনে আপনার অবস্থার উপর আখরাতেরে চরিস্থায়ী জীবনে যা অপেক্ষা করছে। হয়তো জান্নাতে; যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য পছন্দ করেনে এবং আমরা আপনার জন্য আশা করি। যখনে আপনি অনন্তকাল থাকবেন, এর বাগানসমূহে নয়ামতে ভরপুর থাকবেন, দুঃখতি হবেন না, ক্লান্ত হবেন না, মৃত্যুবরণ করবেন না, বৃদ্ধ হবেন না, দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না, হতাশাগ্রস্ত হবেন না। বরং সুখী হবেন; চরিকালরে জন্য সুখী...।

নয়তো জাহান্নামরে আগুন; আল্লাহ্ আমাদেরকে ও আপনাকে সয়ে আগুন থেকে হফেযত করুন। যখনে আপনাকে অনন্তকাল থাকতে হবে। যখনে আপনি মরে গিয়ে রক্ষা পাবেন না এবং শান্তি ও স্বস্তমিয় জীবনও পাবেন না। বরং জাহান্নামরে অধবাসীরা লাঞ্ছনাকর জিন্দগী ভোগ করবে, অনন্তকাল সখোনে থাকবে, সখোন থেকে তারা বয়ে হবে না।

‘ইসলামে প্রবশেরে আগ্রহরে’ য়ে মূহূর্তটির কথা আপনি আমাদেরকে জানিয়েছেন সটেই সংকোচনরে পর আপনার হৃদয় সম্প্রসারণরে সবচেয়ে মহান মূহূর্ত, অন্ধকারময় হয়ে থাকার পর আলোকতি হওয়ার মূহূর্ত। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “অতএব আল্লাহ্ যাকে সুপথে পরচালতি করতে চান ইসলামরে জন্য তার মনকে প্রসন্ন করে দনে; আর যাকে বপিতে পরচালতি করতে চান তার মন (এমন) সঙ্কীরণ ও কঠনি করে দনে যনে সয়ে আকাশে (উর্ধ্বলোকে) আরোহণ করছে। এভাবেই আল্লাহ্ অবশ্বাসীদের ওপর শাস্তি আরোপ করেনে।” [সূরা আনআম, আয়াত: ১২৫]



সুতরাং ওহে আল্লাহর বান্দা! এই মূহূর্তটিকে কাজে লাগান, গড়মিসি করবনে না, বলিম্ব করবনে না এবং এই মূহূর্তটিকে কাজে লাগাতে পছিপা হবনে না...।

এই জানালাটিকে বন্ধ করবনে না; য়ে জানালা দয়ি়ে আপনার হৃদয়ে কমেল বাতাস বয়ে যাচ্ছে। আপনি যদি এই জানালাটি বন্ধ করে ফলেনে –এটি করা থেকে আল্লাহ আপনাকে হফোযত করুন- তাহলে আর-রহমানরে পক্ষ থেকে শ্বাসপ্রস্বাসরে অভাবে আপনার অন্তর মরবে যাওয়ার উপক্রম হব; যা অন্তরগুলকে জীবতি রাখে।

আপনার অন্তরে য়ে বায়ু বয়ে যাচ্ছে সটো গ্রহণে আপনি পছিপা হবনে না। যদি আপনি ভোররে মৃদুমন্দ বায়ু গ্রহণে বলিম্ব করনে তাহলে দিনরে সূর্যরে উত্প আপনাকে পুড়য়ি়ে দেয়র উপক্রম হব।

ওহে আল্লাহর বান্দা! সুযোগ যদি ছুটে যায় হতে পারে পুনরায় ফরিে আসবনে না। আল্লাহ তাআলা বলনে: “যহেতে প্ৰথমবার তারা তা বশ্বাস করনে তাই আমি তাদের অন্তর ও চোখ (সঠিক পথ থেকে) ঘুরয়ি়ে দেবে এবং তাদেরকে ছড়ে দেবে, যাতনে নজিদে অবাধ্যতার মধ্যে উদ্ভ্রান্তরে ন্যায় ঘুরতে থাকে।”[সূরা আনআম, আয়াত: ১১০]

ওহে আল্লাহর বান্দা! এই মূহূর্তটিকে কাজে লাগাতে অবলিম্ববে উদ্যোগী হনে। কত মানুষ এই মূহূর্তটিকে নষ্ট করছে। এরপর তারা কামনা করছে যদি সটো ফরিে আসত। কনিতু সময় যদি পার হয়ে যায় এবং কাল ক্ষপেণ ঘটতে তখন সটো আর ফরিে আসনে না। আল্লাহ তাআলা বলনে: “আলফি লাম রা। এগুলো পবতির গ্রন্থ ও সুস্পষ্ট এক কুরআনরে আয়াত। (কয়ামতরে দিনি নজিদে পরণাম জাহান্নাম আর মুসলমানদরে পরণাম জান্নাত দেখে) কাফরেয়ো প্ৰায়শ কামনা করবে, তারা যদি মুসলমান হত! ওদেরকে খতে, ভোগ করতে আর আশায় ভুলে থাকতে দাও। ওরা (একদিন) জানতে পারবে।”[সূরা হজির, আয়াত: ১-৩]

ওহে আল্লাহর বান্দা! অবলিম্ববে উদ্যোগী হনে। বিষয়টি সহজ। একবোরসে সহজ। আল্লাহ যার জন্য সহজ করে দনে ও যাকে তাওফকি দনে তার জন্য সহজ:

মুআজ বনি জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে য়ে, তিনি বলনে: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাথে এক সফরে ছলাম। একদিন আমরা হাঁটছলাম এবং আমি তাঁর খুব নকিটে ছলাম। তখন আমি বললাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এমন একটা আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্ৰবশে করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে? তিনি বলনে: তুমি আমাকে মহা বিষয়ে জিজ্ঞেসে করছে? নশ্চয় এমন আমল ঐ ব্যক্তির জন্য করা সহজ আল্লাহ যার জন্য সহজ করে দনে: তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে; তার সাথে কোনে কিছুকে অংশীদার করবে না, নামায় আদায় করবে, যাকাত প্ৰদান করবে, রময়ানের রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ আদায় করবে।

এরপর তিনি বলনে: আমি কি কল্যাণরে দরজাগুলো তমাকে জানয়ি়ে দবি না: রোযা হচ্ছে ঢালস্বরূপ, দান-সদকা পাপকে এভাবে



নভিয়ে দিয়ে যভেবে পানি যভেবে আগুনকে নভিয়ে দিয়ে এবং মধ্যরাত্রে নামায আদায় করা। এরপর তিনি তলোওয়াত করেন:

عَمَلُونَ يَوْمَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ثَكَّةَ تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ [সূরা হামীম আস-সাজদা, আয়াত: ১৭]

এরপর তিনি বলনে: আমি সমস্ত বিষয়ের মাথা, প্রধান খুঁটি ও শীর্ষচূড়া সম্পর্কে কি অবহতি করব না? আমি বললাম: অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বলনে: সমস্ত বিষয়ের মাথা হচ্ছে— ইসলাম (আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পন), প্রধান খুঁটি হচ্ছে— নামায এবং শীর্ষচূড়া হচ্ছে— জহাদ।

এরপর তিনি বলনে: আমি কিতমোককে এ সবগুলো অর্জনের মাধ্যম কি বলব না?

আমি বললাম: অবশ্যই, আল্লাহর নবী।

তখন তিনি তাঁর জহিবাটি ধরে বলনে: এটিকে সংযত কর!!

আমি বললাম: হে আল্লাহর নবী! আমরা যে কথাবার্তা বলি এর জন্যে কি আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে?

তিনি বলনে: হে মুআজ, কি বলছ তুমি!! জহিবা-ঘটতি পাপ ছাড়া অন্য কিছু কি মানুষকে মুখের উপরে কথিবা নাকের উপর উপুড় করিয়ে জাহান্নামে প্রবশে করাবে? [তিরমযি হাদিসটি বর্ণনা করছেন (২৬১৬) এবং বলছেন: এটি হাসান সহহি হাদিস এবং ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসিও হাদিসটি বর্ণনা করছেন। আলবানী হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

আপনাকে দীক্ষা দয়ার জন্য কোন ধর্মযাজকের প্রয়োজন নই কথিবা অন্য কটে মাধ্যম ধরার দরকার নই কথিবা অন্য কোন মাখলুককে মুখাপেক্ষী হওয়ার দরকার নই যে, সে আপনাকে আল্লাহর সাথে পরচিয় করিয়ে দবি। বরং আল্লাহ নজিহে নজিরে পরচিয়ক। তিনি তাঁর ঐশীবাণীতে এবং তাঁর রাসূলদরে ভাষ্যে নজিরে পরচিয় দিচ্ছেন। সুতরাং আপনি সে উৎস থেকে তাঁকে চনুন। নশিচয় তিনি নিকটবর্তী। বরং আপনার অনুমান ও ধারণার চয়ে অধিক নিকটবর্তী:

“হে রাসূল! আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার সম্বন্ধে জানতে চায় (তখন তাদের জানিয়ে দনি) আমি তো কাছেই আছি। কটে যখন আমাকে ডাকে আমি তখন তার ডাকে সাড়া দই; অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দকি এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক যাত তারা ঠকি পথে থাকতে পারে।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৬]

আপনি আপনার রবের আনুগত্যে প্রবশে করা ও নতুন জীবন শুরু করার জন্য দবীনশিরি কোন সময় বা ঘণ্টা সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করার কোন প্রয়োজন নই। বরং সকল সময়ই এর জন্য উপযুক্ত সময়:

আবু মুসা আল-আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলনে: “নশিচয় আল্লাহ তাআলা দনিরে বলোয় গুনাকারীকে ক্ষমা করার জন্য রাতের বেলো তাঁর হস্তকে প্রসারতি করেন।



আর রাতেরে বলোর গুনাহকারীকে ক্ষমা করার জন্য দিনেরে বলোয় তাঁর হস্তকে প্রসারণি করনে। এভাবে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদতি হওয়া অবধি তিনি তা করবনে। [সহি মুসলিমি (২৭৫৯)]

শয়তান আপনাকে আল্লাহর ধর্ম থেকে বমিখ করা থেকে আপনিসাবধান হোন। বগিত কোন গুনাহ কথিবা অন্ধকার কোন অতীতকে হতে বানয়ি শয়তান আপনার মাঝে ও আপনার প্রভুর মাঝে আড়াল তরী করা থেকে আপনিসাবধান হোন। আপনিস পূর্বেরে সবকছিকে পছিনে ফলে, কুফর থেকে তওবা করে, কুফরী অবস্থায় যভোবে হোক না কনে যা কছি ঘটছে সেসেব কছি থেকে ফরি এসে আপনার প্রভুর সাথে প্রতশিরুতবিদ্ধ হয়ে শুভ্র নরিমল নতুন অধ্যায় শুরু করুন:

“(আমার এই কথা লোকদেরকে) বলে দিন, হে আমার বান্দারা, যারা নজিদেরে ওপর বাড়াবাড়া করছে! আল্লাহর রহমত থেকে নরাশ হয়ো না। আল্লাহ তো সব গুনাহ মাফ করে দনে। নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। তোমাদেরে ওপর শাস্তি আসার আগে তোমরা তোমাদেরে প্রভুর অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর (ইসলাম গ্রহণ কর)। তার পরে (কিন্তু) তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। আকস্মিকভাবে ও অজ্ঞাতসারে শাস্তি এসে পড়ার আগে তোমাদেরে প্রভুর নকিত থেকে তোমাদেরে প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়েরে (অর্থাৎ কুরআনেরে বধিনসমূহেরে) অনুসরণ কর। যাতে কাউকে বলতে না হয়, আল্লাহর প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করছে বলে হয় আমার আসসোস! আর আমি তো (সত্যেরে প্রতি) উপহাসকারীদেরে অন্তর্ভুক্ত ছলাম। অথবা কটে না বলে, আল্লাহ যদি আমাকে পথ দেখাতনে তাহলে তো অবশ্যই আমি মুততাকীদেরে অন্তর্ভুক্ত হতাম। অথবা কটে শাস্তি দেখার সময় না বলে, আমি যদি আরকেরার পৃথিবীতে ফরি সেৎকর্মশীলদেরে অন্তর্ভুক্ত হতে পারতাম! হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার নিদর্শনসমূহ এসছেলি, কিন্তু তুমি তাকে মথিয়া আখ্যায়তি করছেলি। তুমি অহংকার করছেলি এবং কাফরেরে অন্তর্ভুক্ত হয়ছেলি। যারা আল্লাহর বরিদ্ধে মথিয়া বলে, কয়ামতেরে দিন তুমি তাদেরে মুখমণ্ডল কালো দেখবে। জাহান্নামে কি অহংকারীদেরে জন্য কোন আবাসস্থল নহে? (অবশ্যই আছে এবং সেখানহে তারা বাস করবে।) আল্লাহ মুততাকীদেরকে তাদেরে সাফল্যসহ নাজাত দবেনে। অমঙ্গল তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং তাদেরে কোন দুঃখও থাকবে না। [সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩-৬১]

ওহে আল্লাহর বান্দা! নিশ্চয় ইসলাম পূর্বেরে সবকছি শরিক, শরিকী কর্ম, শরিকী অবস্থা, শরিকী চুক্তি ইত্যাদিকে ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং নজিরে ঘাড়েরে উপর থেকে এগলোককে ফলে দিন; যগেলোককে আপনাকে ভারী করে রেখেছে। আপনিস বশিবজাহানেরে প্রভুর সাথে নরিমল ও পরচ্ছন্ন জীবন শুরু করুন। আল্লাহর কাছে ফরি আসুন এবং তাঁর কাছেই পলায়ন করুন!!

হ্যাঁ আপনার সুখ, শান্তি এবং দুনিয়া ও আখিরাতেরে আয়শে য়ে দরজাটি আপনার জন্য উন্মোচতি হয়ছে এবং য়ে নতুন আলোটটি আপনার সামনে উদ্ভাসতি হয়ছে এর মাধ্যমহে:

“যারা পরকালেরে আযাবকে ভয় করে তাদেরে জন্য আসলহে এতে বড় এক শিক্ষা রয়ছে। সটো এমন একদিন যখন সকল মানুষকে একত্রতি করা হবে। সটো এমন একদিন যখন সকলহে উপস্থতি থাকবে। কেবল একটি নিরিদ্ষিট সময়েরে জন্যই আমি



তা (সে দনিটা) বলিম্বতি করছি। যদেনি তা আসবে সদেশি কটে তাঁর অনুমতি ছাড়া কথা বলতে পারবে না। তাই তাদের মধ্যে কটে হবে হতভাগ্য এবং ভাগ্যবান। যারা হতভাগ্য হবে তারা জাহান্নামে যাবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে আহাজারি আর আর্তনাদ। সেখানে তারা যতদনি আসমান-জমনি থাকবে ততদনি (অর্থ্যাৎ যুগযুগ ধরে) স্থায়ীভাবে বাস করবে। তবে তোমার প্রভু ইচ্ছা করলে কোন ব্যতিক্রমও হতে পারে। তোমার প্রভু তো যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। আর যারা ভাগ্যবান হবে তারা জান্নাতে যাবে। সেখানে তারা যতদনি আসমান জমনি থাকবে ততদনি (অর্থ্যাৎ যুগযুগ ধরে) স্থায়ীভাবে বাস করবে। তবে তোমার প্রভু ইচ্ছা করলে কোন ব্যতিক্রমও হতে পারে। এটা হবে এক নরিবচ্ছিন্নি দান। [সূরা হুদ, আয়াত: ১০৩-১০৮]

আপনি আপনার আগের ধর্ম ত্যাগ করে وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বার্তাবাহক) এই সাক্ষ্য দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করবনে। এর চেয়ে বেশি কোন শর্ত করা কিংবা কয়দে আরোপ করার প্রয়োজন নই।

আপনি জানবেন যে, এর মাধ্যমে আপনি আপনার পূর্বের বিশ্বাসাবলী ত্যাগ করছেন এবং মানুষের অন্য সকল ধর্ম ছেড়ে দিয়েছেন। বিশ্বজাহান্নারে প্রভু ছাড়া আপনার আর কোন প্রভু নই আপনি যার উপাসনা করবেন কিংবা আর কোন উপাস্য নই আপনি যার প্রতি ঈমান আনবেন কিংবা যার উদ্দেশ্যে নামায পড়বেন।

আপনার আর কোন নবী নই ইসলামের নবী মুহাম্মদ বনি আব্দুল্লাহ ব্যতীত। তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষতি হোক।

ইসলাম ধর্ম ছাড়া আপনার আর কোন ধর্ম নই এবং অনুসরণযোগ্য অন্য কোন শরিয়ত বা অনুশাসন নই। আল্লাহ তাআলা বলেন: “কটে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম চাইলে তার থেকে সটো কখনো গ্রহণ করা হবে না। আর পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।” [সূরা আলমে ইমরান, আয়াত: ৮৫]

আমরা আপনার জন্য পছন্দ করছি যে, আপনি অবলিম্ববে এখনই গোসল করে ভেতরে বাহিরে শুভ্রময় পুতপবিত্র হয়ে নতুন অধ্যায় শুরু করবেন।

যখন থেকে আপনি ইসলামে প্রবেশ করবেন এবং বিশ্বজাহান্নারে প্রতাপালকরে সাথে নতুন অধ্যায় শুরু করবেন অচিরেই তখনই আমরা আপনার সকল প্রশ্ন পয়ে প্রীত হব; যে প্রশ্নে আপনি আপনার ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাইবেন, আপনার উপাসনা ও লনেদনে সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করবেন। আপনি আমাদেরকে প্রশ্ন পাঠাতে এবং আপনার মনে যে সকল জিজ্ঞাসা ও জটিলতা জাগে সেগুলোর ব্যাপারে মইল করতে বলিম্ব করবেন না।

আপনার কাছাকাছি স্থানে যদি কোন ইসলামিক সেন্টার থাকে ভাল হয় আপনি তাদের সাথে যোগাযোগ করা, তাদের সাথে মশো। এর মাধ্যমে আপনার দ্বীনি বিষয়ে যা কিছু প্রয়োজন সে সব ক্ষেত্রে সহায়তা পাবেন এবং এতে করে আপনি যে ধর্ম গ্রহণ করছেন সে ধর্মের জন্য উপযুক্ত পরিবেশে আপনি পাবেন।



আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আপনার দলিকে ইসলামের জন্য প্রসারিত করে দেন, আপনার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং তিনি যা ভালবাসেন ও পছন্দ করেন আপনাকে যেন সঠিক করার তাওফিক দেন।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।